মুজিবনগরে ট্রলি চাপায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন কৃষক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ ট্রলির চাকায় পিষ্ট হয়ে ওয়াজেদ আলী (৬০) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।

রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওয়াজেদ আলী মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর পুকুর পাড়ার মৃত আবদুল্লাহ’র ছেলে। ট্রলিচালক আজিজুলও একই গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয়রা জানান, দারিয়াপুর বিজিবি ক্যাম্প সড়কে কৃষক ওয়াজেদ নিজের জমি ধান মাড়াই শেষে সড়কে তুলছিলেন। এসময় পেছন দিক তারই প্রতিবেশী আজিজুল ইসলাম ট্রলি নিয়ে তার জমিতে যাচ্ছিলেন। ট্রলিচালক নিয়ন্ত্রণ হারালে ট্রলিটি ওয়াজেদকে ধাক্কা দেয়। এতে সড়কে ছিটকে পড়ে গুরতর জখম হন ওয়াজেদ। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নাজমুস সাকিব তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

চিকিৎসক নাজমুস সাকিব বলেন, তিনি মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে হাসপাতালে পৌছানোর আগেই তিনি মারা গেছেন।
মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বলেন, এ ঘটনা শুনেছি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে মোবাইল সার্ভিসিং এর আড়ালে ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী বাজারের কাথুলী মোড়ে চপল মোবাইল সেন্টারে একটি মোবাইল সারাতে করতে দেন এক গৃহবধূ। পরে সেই মোবাইল থেকে গৃহবধূর ব্যক্তিগত একান্ত মুহূর্তের ছবি সরিয়ে বিভিন্ন কুপ্রস্তাব ও হুমকি দেয় মোবাইল সেন্টারের মালিক।

গতকাল শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এ ঘটনায় মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ দুজনকে আটক করলেও গভীর রাতে তাদের ছেড়ে দেয়। এতে ভুক্তভোগী গৃহবধূ ও তার পরিবারসহ বিভিন্ন মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তবে পুলিশ বলছে আটকদের বিরুদ্ধে আইন বহির্ভূত কিছু না পাওয়ায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ভুক্তভোগীর পরিবার সুত্রে জানা গেছে, মাস দুয়েক আগে গাংনী বাজারের কাথুলী মোড়ে চপল মোবাইল সেন্টারে একটি মোবাইল মেরামত করতে দেন ওই গৃহবধূ। সে সময় তাকে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে বলে জানান দোকান কর্মচারী সাইফ উদ্দীন। পরে ফোনটি গৃহবধূকে দিয়ে দেয় সে। গত পাঁচ দিন আগে গৃহবধূর ছবি দিয়ে নাবিল নামের একটি ফেসবুক আইডি খুলে ওই গৃহবধূর কাছেই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো হয়। ভুক্তভোগী গৃহবধূ কিছু বুঝে উঠতে না পেরে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করেন। পরে নাবিল নামের আইডি থেকে ওই গৃহবধূর মেসেঞ্জারে তার স্বামীর সাথে থাকা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কিছু ছবি পাঠায় ও কুপ্রস্তাব দেয়। প্রস্তাব না মানলে সোশ্যাল মিডিয়ায় এসব ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেয়।

বিষয়টি ভুক্তভোগী তার পরিবারকে জানালে তারা মেহেরপুর জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটে যান এবং গাংনী থানায় একটি জিডি করেন।

বিষয়টি জানাজানি হলে গৃহবধূর পক্ষের লোকজন ফুঁসে ওঠে। বিভিন্নভাবে খোঁজ নিয়ে ও ঘটনা পর্যালোচনা করে ওই গৃহবধূর পরিবার গতকাল শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা রাতে চপল মোবাইল সেন্টারের মালিক চপল ও কর্মচারী সাইফকে প্রমাণসহ হাতে নাতে ধরতে সক্ষম হয়। এ সময় উভয়পক্ষ বাক-বিতণ্ডতায় জড়িয়ে পড়লে গাংনী বাজার কমিটির লোকজন চপল ও তার কর্মচারী সাইফ উদ্দীনকে বাজার কমিটির অফিসে নিয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ দুজনকে আটক করে থানায় নিয়ে গেলেও গভীর রাতে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

গৃহবধূর স্বামী জানান, আমার স্ত্রীকে ভয়েজ কলে রাতে গোপনালাপ করার প্রস্তাব দেওয়া হতো এবং কথা না বললে তার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হতো। এসব ভয়েজ রেকর্ড ও ভুয়া ফেসবুক আইডি পুলিশকে দেওয়া হয়। সেই সাথে গত শুক্রবার রাতেই মামলা করার জন্য একটি অভিযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ আমলে না নিয়ে আটকদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এখন গোটা পরিবারই হুমকির মুখে।

বিষয়টি নিয়ে গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মনোজিৎ কুমার নন্দী বলেন, অভিযোগকারী যে আবেদন ও ধারা উল্লেখ করেছেন সেটি পর্নোগ্রাফি আইন। কিন্তু আটকদের অপরাধ ওই আইনে নয়। এদের কাছ থেকে তেমন কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডর প্রমাণও মেলেনি। তাই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে গৃহবধূর পক্ষ থেকে যে জিডি করা হয়েছে তা তদন্ত করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম বলেন, আটককৃতদের ছেড়ে দেয়া হলেও, গৃহবধূর জিডি’র তদন্ত করা হচ্ছে। কারও সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে কৃষি সচিবের ব্যস্ততম দিন পার

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশে এসে ব্যস্ত দিন পার করেছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার ৫ শত কৃষকদের নিয়ে মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার ইছাখালীতে এই মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ বাদল চন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ও মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেনের সঞ্চালনায় মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহাবুবুল পাটোয়ারী, যুগ্ম সচিব এনামুল হক, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান, কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক ড.

সুজিত সাহা রায়, কৃষি বিপনণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সিফাত মেহেনাজ, প্রকল্প পরিচালক ড. মেহেদী মাসুদ,ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আজগর আলী,কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক ড.হায়াত মাহমুদ, মাগুরা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক সুফি মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা, কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোখলেসুর রহমান প্রমুখ।

মাঠ দিবসে অংশ নেয়ার আগে তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগরে কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আলুর প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন করেছেন।

এর আগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সদর উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে রাখেন।

উল্লেখ্য, সচিব ওয়াহিদা আক্তার ২০০৮-২০০৯ সালে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

মেহেরপুরে যাত্রীর বেশে ব্যাটারি চালিত ভ্যান ছিনতাই

মেহেরপুরে যাত্রী বেশে চঞ্চল মিস্ত্রি (৪০) নামক এক চালকের কাছ থেকে ব্যাটারি চালিত ভ্যান ছিনতাই করে নিয়ে গেছে কয়েক জন দূর্বৃত্তরা।

আজ শনিবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে আমঝুপি-ইসলাম নগর রোডে ভ্যান ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটেছে। চঞ্চল মিস্ত্রি আমঝুপি উত্তর পাড়ার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

জানা গেছে, দিনমুজুর চঞ্চল সারাদিন রাজ মিস্তিরি কাজ করে নিয়মিত সন্ধ্যায় সুমনের ভ্যান ভাড়া নিয়ে চালায়। আজ শনিবার চারজন

দুর্বৃত্ত যাত্রী বেশে চঞ্চলের ভ্যানে ওঠে। পথিমধ্যে ফাঁকা জায়গায় চঞ্চল মিস্ত্রীকে মারধর করে একটি গাছের সাথে তাকে বেঁধে রেখে দুর্বৃত্তরা ভ্যান নিয়ে চম্পট দেয়। পরিবারের একটু সুখের জন্য সারাদিন দিনমজুরের কাজ করার পর রাতে ভ্যান চালানো চঞ্চল এখন ভাড়ায় চালানো ভ্যানের ক্ষতিপূরণ কিভাবে দেবে এটা ভেবেই দিশেহারা।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে ভুক্তভোগীরা থানাতে কোন অভিযোগ করেনি।

মেহেরপুর জেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের দ্বি-মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মউকের উদ্দোগে মেহেরপুর জেলা জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের দ্বি-মাসিক সমন¦য় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ শনিবার সকাল ১০ টার সময় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা পরিষদের সদস্য মোছাঃ শামিমা আক্তার হিরার সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন মউকের নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম।

এসময় নারী ও শিশু নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান আবুল হাশেম, জেলা পরিষদের সদস্য মোঃ আজিমুল বারি (মুকুল), সাবেক প্যানেল মেয়র মোঃ নবীরউদ্দিন, বিশিষ্ট সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডাম এবং নারী নেত্রী মোছাঃ জাকিয়া আক্তার আল্পনা সহ আরো অনেকে।

সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফাহিমা আখতার। মেহেরপুর জেলার বর্তমান পারিবারিক সহিংসতা সহ নারী ও শিশু

নির্যাতনের উপর বিভিন্ন তথ্য বহুল আলোচনা করে সকল ধরনের নির্যাতিতদের পাশে থেকে এই কমিটি কাজ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ ফাহিমা আখতার ও মেহেরপুর জেলা জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের সম্মানিত সদস্যগণ।

মেহেরপুরে খুচরা সার বিক্রেতা সামতির আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বিসিআইসি সার ডিলারদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হন বিক্রেতারা।

শনিবার দুপুরে মুজিবনগর পর্যটন মোটেলে সংগঠনের সভাপতি শাহিনুল ইসলাম শাহীনের সভাপতিত্বে আলোচনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শিল্প ও বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল।

সোহরাভ হোসেনের সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মমতাজ উদ্দিন, জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ও গাংনী খুচরা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি তৌহিদ মুর্শেদ অতুল, সাধারণ সম্পাদক আনিছুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা শাখারণ সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন, জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য খাজা মইনুদ্দিন লিটন, আবুল বাশার, আব্দুল বারী, সাজ্জাদুর রহমান।

শাহিনুল ইসলাম শাহীন বলেন, বিসিআইসি ডিলার ষড়যন্ত্রে খচুরা সার বিক্রেতা সমিতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। খুচরা ব্যবসায়ীদের সরকার লাইসেন্স দিয়েছে কিন্তু ডিলারদের কারণে আমরা ব্যবসা করতে পারি না। আপনারা নিয়মের মধ্যে থেকে ব্যবসা করবেন। কোন ডিলার যদি অনিয়ম করে আপনারা প্রতিবাদ করবেন। আপনাদের সঙ্গে সংগঠণ থাকবে।

তৌহিদ মুর্শেদ অতুল বলেন, দেশের মানুষের খাদ্য ঘাটতি যাতে না

হয়, সেজন্য এক ইঞ্চি জমিও ফেলে রাখা যাবে না। খুচরা সার বিক্রেতারা বিসিআইসি ডিলারদের মাধ্যমে পদে পদে বাধাগ্রস্থ হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্য আরিফুল এনাম বকুল বলেন, খুচরা সার বিক্রেতাদের অধিকার আদায়ে ব্যবসায়ী নেতাদের পক্ষ যা করার চেম্বার অব কমার্স থেকে করা। জেলা প্রশাসনের প্রতি আহবান জানায় খুচরা বিক্রেতাদের অধিকার নিয়ে যাতে ডিলাররা কোন ধরণের পক্ষপাত না করে।

জেলার দেড় শতাধিক খুচরা সার ব্যবসায়ী এ সভায় অংশ নেন।

গাংনীতে প্রথমবারের মত নাগরিকত্ব অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

সচেতন, সংগঠিত ও সোচ্চার নাগরিকই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ’ স্লোগানকে সামনে রেখে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগিতায় ও প্রিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) আয়োজনে মেহেরপুরের গাংনীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রথম নাগরিকত্ব অলিম্পিয়াড।

শনিবার সকাল ১০ টায় গাংনীর সরকারি ডিগ্রি কলেজ অডিটোরিয়ামে এই অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও কলেজ শিক্ষক আবু সাদাত মো: সায়েম পল্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম।

পিস ফ্যাসিলেটর গ্রুপ (পিএসজি) গাংনীর সমন্বয়কারী সাংবাদিক রফিকুল আলম বকুলের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলম, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক আব্দুর রশিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম, প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের প্রভাষক শফি কামাল পলাশ, গাংনী

মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মহিবুর রহমান মিন্টু,করমদি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক আমজাদ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক মাসুদ রানা, গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক হোসেন আলী, করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান।

তাদের মধ্যে সেরা দশজনকে আকর্ষণীয় পুরষ্কার ও সকল অংশগ্রহণকারীদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আহবায়ক আবু সাদাত সায়েম পল্টু, আয়োজনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলি কানন,আজিজুল ইসলাম রানু, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের যশোর এলাকা সমন্বয়কারী, গিয়াসউদ্দিন, গাংনী এলাকা সমন্বয়কারী হেলালউদ্দীন ও উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) নাগরিক প্রকল্পের সদস্যরা ও দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগী সংগঠন ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের অর্ধশতাধিক ইয়ুথ লিডার। অনুষ্ঠানে সুচনা হয়েছিল জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে। পরবর্তীতে নাগরিক অলিম্পিয়াড এ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার, লোগো সম্বলিত গেঞ্জি ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্মার্ট বাংলাদেশ গঠণে যোগ্য, দক্ষ ও যুগোপযোগী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। শপথ বাক্য পাঠ পর্ব পরিচালনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম। অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫০ জন শিক্ষার্থী।

গাংনীর তেঁতুলবাড়ীয়ায়

পিএসকেএসের স্বাস্থ্য ক্যাম্প

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়ায় পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ে সমৃদ্ধি কর্মসুচির স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

শনিবার দিনব্যাপী তেঁতুলবাড়ীয়ায় পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির (পিএসকেএস) উদ্যোগে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) অর্থায়নে গাইনী, মেডিসিন ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ইউনিয়নের ৪১ জন গাইনী, ৬১ জন মেডিসিন এবং ১৮৯ জন চক্ষু রোগীসহ ২৯১ জন রোগীকে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, এসডিও, সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারি মোঃ জামিদুল ইসলাম, পিএসকেএসের সভাপতি রমজান আলী স্বাস্থ্য ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মাহাবুব চান্দুসহ ১৮১ আসনে জাসদের প্রার্থী চূড়ান্ত

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ১৮১টি আসনের বিপরীতে দলীয় প্রার্থীর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর গুলিস্তানে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা (আংশিক) প্রকাশ করে দলটি।

১৮১টি আসনের বিপরীতে জাসদ মনোনীত প্রার্থীরা হলেন- ১। ০০১, পঞ্চগড়-১ : মো. ফারুক আহম্মদ, ২। ০০২, পঞ্চগড়-২ : অ্যাড. তরিকুল

ইসলাম, ৩। ০০৩, ঠাকুরগাঁও-১: মো. খাদেমুল ইসলাম, ৪। ০০৪, ঠাকুরগাঁও-২: অধ্যক্ষ রাজিউর রহমান বাবুল, ৫। ০০৫, ঠাকুরগাঁও-৩ : মো. সোলায়মান ঢালী, ৬।
০০৭, দিনাজপুর-২: অ্যাড. ইমামুল ইসলাম, ৭। ০০৮, দিনাজপুর-৩: শহীদুল ইসলাম শহীদুল্লাহ, ৮। ০০৯, দিনাজপুর-৪: অ্যাড. লিয়াকত আলী, ৯। ০১০, দিনাজপুর-৫: অধ্যাপক আতাউর রহমান, ১০।
০১১, দিনাজপুর-৬ : শাহ আলম বিশ্বাস, ১১। ০১২, নীলফামারী-১ : মো. খায়রুল আলম (আনাম), ১২। ০১৩, নীলফামারী-২: জাবির হোসেন প্রামাণিক. ১৩। ০১৪, নীলফামারী-৩: অধ্যাপক আজিজুল ইসলাম, ১৪। ০১৫, নীলফামারী-৪: মো. আজিজুল হক, ১৫।
০১৬, লালমনিরহাট-১: ডা. হাবিব মো. ফারুক, ১৬। ০২০, রংপুর-২: কুমারেশ রায়, ১৭। ০২১, রংপুর-৩: সাহীদুল ইসলাম, ১৮। ০২৬, কুড়িগ্রাম-২ : নুরুল ইসলাম বখশী ঠাণ্ডা, ১৯। ০২৮, কুড়িগ্রাম-৪ : মো. গোলাম হাবিবুর রহমান বিদ্যুৎ, ২০। ০২৯, গাইবান্ধা-১ : মো. গোলাম আহসান হাবিব মাসুদ, ২১। ০৩০, গাইবান্ধা-২ : গোলাম মারুফ মনা, ২২। ০৩১, গাইবান্ধা-৩ : এস এম খাদেমুল ইসলাম খুদী, ২৩। ০৩৩, গাইবান্ধা-৫: ডা. একরাম হোসেন, ২৪। ০৩৪, জয়পুরহাট-১: আবুল খায়ের মো : শাখাওয়াত হোসেন, ২৫। ০৩৫, জয়পুরহাট-২ : আবুল খায়ের মো. শাখাওয়াত হোসেন, ২৬। ০৩৬, বগুড়া-১: অ্যাড. হাসান আকবর আফজল হারুন, ২৭। ০৩৮, বগুড়া-৩: আব্দুল মালেক সরকার/আলহাজ মো. ফেরদৌস স্বাধীন (ফিরোজ), ২৮। ০৩৯, বগুড়া-৪: এ কে এম রেজাউল করিম তানসেন, ২৯। ০৪০, বগুড়া-৫ : রাসেল মাহমুদ, ৩০। ০৪১, বগুড়া-৬ : অ্যাড. এমদাদুল হক ইমদাদ, ৩১। ০৪২, বগুড়া-৭: মো. আব্দুর রাজ্জাক, ৩২। ০৪৩, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১: অধ্যাপক আবু বাক্কার, ৩৩। ০৪৪, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ : বীর মুুক্তিযোদ্ধা মেহের আলী, ৩৪। ০৪৫, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩: আব্দুল হামিদ রুনু, ৩৫। ০৪৬, নওগাঁ-১: বীরমুক্তিযোদ্ধা অ্যাড. মো. শাহজাহান, ৩৬। ০৪৭, নওগাঁ-২: বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই, ৩৭। ০৪৮, নওগাঁ-৩ : বীরমুক্তিযোদ্ধা মো. ওয়াজেদ আলী, ৩৮। ০৪৯, নওগাঁ-৪: অ্যাড. মো. রিয়াজ উদ্দিন, ৩৯। ০৫০, নওগাঁ-৫ : এস এম আজাদ হোসেন মুরাদ,
৪০। ০৫১, নওগাঁ-৬: অ্যাড. মো. জাহাঙ্গীর হোসেন বুলবুল, ৪১। ০৫২, রাজশাহী-১ : প্রদীপ মৃধা, ৪২। ০৫৩, রাজশাহী-২ : আব্দুল্লাহ আল মাসুদ শিবলী, ৪৩। ০৫৭, রাজশাহী-৬: জুলফিকার মান্নান জামী,
৪৪। ০৫৮, নাটোর-১ : মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, ৪৫। ০৬১, নাটোর-৪ : অ্যাড. বিপ্লব কুমার রাম, ৪৬। ০৬২, সিরাজগঞ্জ-১: আব্দুল হাই তালুকদার, ৪৭। ০৬৩, সিরাজগঞ্জ-২: আবু বকর ভূঁইয়া, ৪৮। ০৬৫, সিরাজগঞ্জ-৪ : মোস্তফা কামাল বকুল, ৪৯। ০৬৬, সিরাজগঞ্জ-৫ : বীর

মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক, ৫০। ০৬৭, সিরাজগঞ্জ-৬: মোজাম্মেল হক, ৫১। ০৬৮, পাবনা-১: শেখ আনিসুজ্জামান, ৫২। ০৬৯, পাবনা-২: মোছা. পারভীন খাতুন/শেখ আনিসুজ্জামান, ৫৩। ০৭০, পাবনা-৩: আবুল বাশার শেখ, ৫৪। ০৭১, পাবনা-৪: মো. আব্দুল খালেক, ৫৫। ০৭২, পাবনা-৫: আলহাজ আফজাল হোসেন রাজা, ৫৬। ০৭৩, মেহেরপুর-১: মো. মাহাবুবুর রহমান (মাহবুব চান্দু), ৫৭। ০৭৪, মেহেরপুর-২ : ওমর আলী, ৫৮। ০৭৫, কুষ্টিয়া-১ : শরিফুল কবির স্বপন,
৫৯। ০৭৬, কুষ্টিয়া-২: হাসানুল হক ইনু, ৬০। ০৭৭, কুষ্টিয়া-৩: গোলাম মোহসীন, ৬১। ০৭৮, কুষ্টিয়া-৪ : রোকনুজ্জামান রোকন, ৬২। ০৭৯, চুয়াডাঙ্গা-১: বীর মুক্তিযোদ্ধা সবেদ আলী, ৬৩। ০৮০, চুয়াডাঙ্গা-২: জুলফিকার হায়দার/অ্যাড. আকসিজুল ইসলাম রতন, ৬৪। ০৮১, ঝিনাইদহ-১: শরাফত ইসলাম, ৬৫। ০৮২, ঝিনাইদহ-২: চন্দন চক্রবর্তী, ৬৬। ০৮৩, ঝিনাইদহ-৩: শামীম আকতার বাবু, ৬৭। ০৮৭, যশোর-৩: অ্যাড. রবিউল আলম, ৬৮। ০৯১, মাগুরা-১: জাহিদুল আলম,
৬৯। ০৯২, মাগুরা-২: জাহিদুল আলম, ৭০। ০৯৩, নড়াইল-১: সাইফুজ্জামান বাদশা, ৭১। ০৯৭, বাগেরহাট-৩: শেখ নুরুজ্জামান মাসুম, ৭২। ১০০, খুলনা-২ : খালিদ হোসেন, ৭৩। ১০১, খুলনা-৩ : শেখ গোলাম মর্তুজা, ৭৪। ১০৩, খুলনা-৫: সুজিত মল্লিক, ৭৫। ১০৫, সাতক্ষীরা-১: শেখ মো. ওবায়েদুস সুলতান বাবলু, ৭৬। ১০৮, সাতক্ষীরা-৪: অধ্যক্ষ আশেক-ই-এলাহী, ৭৭। ১০৯, বরগুনা-১: আবু জাফর সূর্য, ৭৮। ১১১, পটুয়াখালী-১ : কে এম আনোয়ারুজ্জামান মিয়া (চুন্নু), ৭৯। ১১৪, পটুয়াখালী-৪: বিশ্বাস শিহাব পারভেজ মিঠু, ৮০। ১১৫, ভোলা-১: বীর মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিকুর রহমান, ৮১। ১২০, বরিশাল-২ : সাজ্জাদ হোসেন, ৮২। ১২১, বরিশাল-৩ : কাজী সিদ্দিকুর রহমান, ৮৩। ১২২, বরিশাল-৪ : অ্যাড. আব্দুল হাই মাহবুব, ৮৪। ১২৩, বরিশাল-৫ : কে এম মনিরুল আলম (স্বপন খন্দকার), ৮৫। ১২৪, বরিশাল-৬ : মোহাম্মদ মোহসীন, ৮৬। ১২৭, পিরোজপুর-১: সাইদুল ইসলাম ডালিম, ৮৭। ১২৮, পিরোজপুর-২: সিদ্ধার্থ মণ্ডল, ৮৮। ১২৯, পিরোজপুর-৩ : রণজিৎ কুমার হাওলাদার, ৮৯। ১৩৩, টাঙ্গাইল-৪: ড. এস এম আবু মোস্তফা, ৯০। ১৩৫, টাঙ্গাইল-৬: সৈয়দ নাভেদ হোসেন, ৯১। ১৩৬, টাঙ্গাইল-৭: মো: মঞ্জুর রহমান মজনু, ৯২। ১৩৭, টাঙ্গাইল-৮: মো: রফিকুল ইসলাম, ৯৩। ১৪১, জামালপুর-৪: গোলাম মোস্তফা জিন্নাহ, ৯৪। ১৪২, জামালপুর-৫: অধ্যাপক খন্দকার মো: ইতিমুদ্দৌলা, ৯৫। ১৪৩, শেরপুর-১: মনিরুল ইসলাম লিটন, ৯৬। ১৪৪, শেরপুর-২: লাল মো: শাহজাহান কিবরিয়া, ৯৭। ১৪৫, শেরপুর-৩, মিজানুর রহমান মিজান, ৯৮। ১৪৬, ময়মনসিংহ-১: আমিনুল ইসলাম আমিন,
৯৯। ১৪৭, ময়মনসিংহ-২, এড. শিব্বির আহমেদ লিটন, ১০০। ১৪৮,

ময়মনসিংহ-৩: আব্দুল আজিজ, ১০১। ১৪৯, ময়মনসিংহ-৪: এড. নজরুল ইসলাম চুন্নু, ১০২। ১৫১, ময়মনসিংহ-৬: সৈয়দ শফিকুল ইসলাম মিন্টু, ১০৩। ১৫২, ময়মনসিংহ-৭: রতন সরকার, ১০৪। ১৫৪, ময়মনসিংহ-৯: এড. গিয়াস উদ্দিন, ১০৫। ১৫৬, ময়মনসিংহ-১১: এড. সাদিক হোসেন, ১০৬। ১৫৮, নেত্রকোণা-২: মোখলেছুর রহমান মুক্তাদির, ১০৭। ১৬২. কিশোরগঞ্জ-১: শারফুদ্দিন সোহেল, ১০৮। ১৬৪, কিশোরগঞ্জ-৩: মো: শওকত আলী,
১০৯। ১৬৬, কিশোরগঞ্জ-৫: নন্দন শেঠ, ১১০। ১৬৭, কিশোরগঞ্জ-৬: রফিকুল ইসলাম রাজা, ১১১। ১৬৮, মানিকগঞ্জ-১: আফজাল হোসেন খান জকি, ১১২। ১৬৯, মানিকগঞ্জ-২: মো: রফিকুল ইসলাম সিদ্দিকী, ১১৩। ১৭০, মানিকগঞ্জ-৩: সৈয়দ সারোয়ার আলম চৌধুরী, ১১৪। ১৭১, মুন্সীগঞ্জ-১: এড. নাসিরুজ্জামান খান, ১১৫। ১৭৮, ঢাকা-৫: মো: শহিদুল ইসলাম, ১১৬। ১৮০, ঢাকা-৭: হাজী ইদ্রিস ব্যাপারি, ১১৭। ১৮২, ঢাকা-৯: এড. নিলাঞ্জনা রিফাত (সুরভী), ১১৮। ১৮৩, ঢাকা-১০: শওকত রায়হান, ১১৯। ১৮৬, ঢাকা-১৩: এড. আলী আশরাফ খান, ১২০। ১৮৭, ঢাকা-১৪: এড. আবু মো: হানিফ, ১২১। ১৮৮, ঢাকা-১৫: মুহাম্মদ সামছুল ইসলাম সুমন, ১২২। ১৮৯, ঢাকা-১৬: মো: নুরুন্নবী, ১২৩। ১৯৪, গাজীপুর-১: এড. আব্দুর রফিক, ১২৪। ১৯৫, গাজীপুর-২: একরামুল হক খান (সোহেল), ১২৫। ১৯৬, গাজীপুর-৩: জহিরুল হক মন্ডল বাচ্চু,
১২৬। ১৯৮, গাজীপুর-৫: মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম আকন্দ (লিটন),
১২৭। ২০০, নরসিংদী-২: জায়েদুল কবীর, ১২৮। ২০২, নরসিংদী-৪: মো: হুমায়ূন কবির সর্দার, ১২৯। ২০৮, নারায়ণগঞ্জ-৫: মো: শাহজাহান,
১৩০। ২১০, রাজবাড়ী-২: আব্দুল মতিন মিয়া, ১৩১। ২১১, ফরিদপুর-১: হারুন অর রশীদ রতন, ১৩২। ২১৪, ফরিদপুর-৪: নাজমুল কবির মনির, ১৩৩। ২১৫, গোপালগঞ্জ-১: মো: ফায়েকুজ্জামান, ১৩৪। ২১৬, গোপালগঞ্জ-২: শেখ মাসুদুর রহমান, ১৩৫। ২১৯, মাদারীপুর-২: সালাহউদ্দিন খান,
১৩৬। ২২১, শরীয়তপুর-১: স ম আব্দুল মালেক, ১৩৭। ২২২, শরীয়তপুর-২: মো: ফিরোজ মিয়া (ফিরোজ শাহী), ১৩৮। ২২৪, সুনামগঞ্জ-১: এ কে এম অহিদুল ইসলাম কবির, ১৩৯। ২২৫, সুনামগঞ্জ-২: মো: আমিনুল ইসলাম,
১৪০। ২২৬, সুনামগঞ্জ-৩: মো: নাজমুল হক, ১৪১। ২২৭, সুনামগঞ্জ-৪: আবু তাহের মো: রুহুল আমিন (তুহীন), ১৪২। ২২৮, সুনামগঞ্জ-৫: আলাউদ্দিন আহমেদ মুক্তা, ১৪৩। ২২৯, সিলেট-১: শামীম আখতার, ১৪৪। ২৩০, সিলেট-২: লোকমান আহমেদ, ১৪৫। ২৩১, সিলেট-৩: আব্দুল হাসিব চৌধুরী, ১৪৬। ২৩২, সিলেট-৪: মো: নাজমুল ইসলাম, ১৪৭। ২৩৩, সিলেট-৫: লোকমান আহমেদ, ১৪৮। ২৩৪. সিলেট-৬: লোকমান আহমেদ, ১৪৯। ২৩৫, মৌলভীবাজার-১, এ এম মোনায়েম মনু, ১৫০। ২৩৬, মৌলভীবাজার-২: এড. বদরুল হোসেন ইকবাল, ১৫১। ২৩৭, মৌলভীবাজার-৩: আব্দুল মোসাব্বির, ১৫২। ২৩৮, মৌলভীবাজার-৪: হাজী এলেমান কবির, ১৫৩।

২৩৯, হবিগঞ্জ-১: মো: আব্দুল মান্নান, ১৫৪। ২৪০, হবিগঞ্জ-২: আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ১৫৫। ২৪১, হবিগঞ্জ-৩: এড. তাজউদ্দিন আহমেদ সুফী, ১৫৬। ২৪২, হবিগঞ্জ-৪: জিয়াউল হাসান তরফদার (মাহিন), ১৫৭। ২৪৪, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২: এস এম আলী আজম, ১৫৮। ২৪৫, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩: মো: আব্দুর রহমান খান (ওমর), ১৫৯। ২৪৭, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫: এড. আখতার হোসেন সাঈদ, ১৬০। ২৪৯, কুমিল্লা-১: ধীমন বড়ুয়া, ১৬১। ২৫৩, কুমিল্লা-৫: ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, ১৬২। ২৫৪, কুমিল্লা-৬: মনিরুল ইসলাম, ১৬৩। ২৬০, চাঁদপুর-১: মো: সাইফুল ইসলাম সোহেল, ১৬৪। ২৬১. চাঁদপুর-২: মো: হাছান আলী সিকদার/শহীদ আলমগীর, ১৬৫। ২৬২, চাঁদপুর-৩: মুহাম্মদ মাসুদ হাছান, ১৬৬। ২৬৪, চাঁদপুর-৫: মনির হোসেন মজুমদার, ১৬৭। ২৬৫. ফেনী-১: শিরীন আখতার,
১৬৮। ২৬৮, নোয়াখালী-১: মো: হারুন অর রশীদ সুমন, ১৬৯। ২৬৯, নোয়াখালী-২: নইমুল আহসান জুয়েল, ১৭০। ২৭১, নোয়াখালী-৪: এস এম রহিম উল্যাহ, ১৭১। ২৭২, নোয়াখালী-৫: মোহাম্মদ মোকসুদের রহমান মানিক, ১৭২। ২৭৩, নোয়াখালী-৬: ইশরাজুর রহমান শামীম, ১৭৩। ২৭৫, লক্ষ্মীপুর-২: আমির হোসেন মোল্লা, ১৭৪। ২৭৬. লক্ষ্মীপুর-৩: এড. মোহাম্মদ সেলিম, ১৭৫। ২৭৭, লক্ষ্মীপুর-৪: মোশারেফ হোসেন, ১৭৬। ২৮০, চট্টগ্রাম-৩: নুরুল আখতার, ১৭৭। ২৮৫, চট্টগ্রাম-৮: শ্যামল বিশ্বাস, ১৭৮। ২৮৮, চট্টগ্রাম-১১: জসিম উদ্দিন বাবুল, ১৭৯। ২৯৩, চট্টগ্রাম-১৬: কামাল মোস্তফা চৌধুরী, ১৮০। ২৯৪, কক্সবাজার-১: মো: নাজিম উদ্দিন, ১৮১। ২৯৬, কক্সবাজার-৩: নাইমুল হক চৌধুরী টুটুল।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

মেহেরপুরে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য তালিকার তারতম্য

এখন বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি।

ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধিপাচ্ছে এসব পণ্যের মূল্য। কোন কোন পণ্যের

মূল্য দ্বিগুণ, তিনগুণ বেড়েছে। গত কয়েকমাস ধরে এসব পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে চরম বিপাকে পড়েছেন দেশের সাধারণ মানুষ।

শ্রমজীবীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। চাল, ডাল, ডিম, চিনি ও তেলসহ প্রায় প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম এখন আকাশচুম্বী। সাধ্যের বাইরে মুরগি, গরু ও খাসির গোশত।

এ নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের সাপ্তাহিক পাইকারি ও খুচরা বাজার দরের তারতম্যের চিত্র নিম্নরুপ। গতকাল শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) সহ গত এক সপ্তাহে সরজমিনে মেহেরপুর শহরের পাইকারি ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করে নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু পণ্যের মূল্য তালিকায় বিগত সপ্তাহের তুলনায় তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে।

মেহেরপুর বড় বাজারে, মোটা চাল পাইকারি মূল্য ৪৮ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধান অপরিবর্তিত রয়েছে। মাঝারি চাল পাইকারি মূল্য ৫৬ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৫৮ টাকা কেজি,এক সপ্তাহের ব্যবধান অপরিবর্তিত রয়েছে।

সরু চাল পাইকারি মূল্য ৬০ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৬৪-৬৫ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় ২-৩ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আলু পাইকারি বিক্রয় মূল্য ৪১ টাকা ও খুচরা মূল্য ৫০ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারী বাজারে ৫ টাকা কমলেও খুচরা মূল্য অপরিবর্তিত রয়েছে।

দেশি পেঁয়াজ পাইকারি মূল্য ৯৫ টাকা ও খুচরা মূল্য ১০৫ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে উভয় বাজারে পেঁয়াজের মূল্য ১৫ টাকা হ্রাস পেয়েছে। এল সি পেয়াজ পাইকারি মূল্য ৮৫ টাকা ও খুচরা মূল্য ১০৫ টাকা কেজি দ্বরে বিক্রি হচ্ছে । গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারি বাজারে ৫ টাকা কমলেও খুচরা মূল্য গত সপ্তাহের তুলনায় আরো ৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিম পাইকারি মূল্য ১২০ টাকা ডজন ও খুচরা মূল্য ১৩২ টাকা ডজন। এক সপ্তাহের ব্যবধানে মূল্য প্রায় ১৫ টাকা হ্রাস পেয়েছে। ব্রয়লার মুরগির পাইকারি মূল্য ১৬০ টাকা ও খুচরা মূল্য ১৭০ টাকা কেজি। এক সপ্তাহে ১০ টাকা হ্রাস পেয়েছে।